ভূমিকা

মালদহ জেলার বৈচিত্র্য বহু কৌণিক। এই জেলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও ভাষিক বৈচিত্র্য লক্ষ করার মত। মালদহে হ্রদের অস্তিত্ব বেশি বলে Lake district of Bengal নামে অভিহিত করা হত মালদহকে। জলাভূমি সমৃদ্ধ এই জেলায় জল-মাছ-জাল-জেলে তথা মৎস্যদজীবী মালো সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যার আধিক্য থাকাই স্বাভাবিক। এছাড়া পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) নিকটে থাকায় বহু জলজীবী মানুষ সেখান থেকে এই জেলায় এসেছে (দেশভাগের ফলে ১৯৪৭ খ্রী: এবং ১৯৭১ খ্রী:) এই সব বাস্তুহারা, অভিবাসিত মানুষদের মধ্যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি অবস্থানের জন্য এবং খাল-বিল-জলাশয় বেশি থাকার জন্যই প্রধানত মালদহ জেলাকে নির্বাচন করে নিয়েছেন নিজেদের বসবাসের স্থান হিসেবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এলেও মালদহ জেলায় এসে পেশাগত কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেই এরা বসবাস করছেন। এদের পাশাপাশি দেশীয় বা সাবেক মালো সম্প্রদায়ের মানুষেরাও রয়েছেন।

বাংলা কথা-সাহিত্যে বিভিন্ন নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস এবং একাধিক আঞ্চলিক উপন্যাসে এই জলজীবীদের করুণ গাথা লিপিবদ্ধ আছে। বাস্তবে নদী-জলাশয়গুলি মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকায় বিপন্নতা এবং সংস্কৃতির অবক্ষয় তাদের অস্তিত্বকে করেছে সঙ্কটাপন্ন। এই কোনঠাসা, অস্তিত্বের সংকটে পড়া মালো সম্প্রদায়ের জনসমাজের জীবন, জীবিকা, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

বহু কঠিন পেশার মধ্যে মাছ ধরা বা মাছ মারা অন্যতম। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বর্তমান গবেষকের পিতা। কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাছ ধরতে যেতেন। মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বসবাসের সূত্রে , বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগের পরে মায়ের মুখে তাদের কথা শুনে আরও ভালভাবে সেই ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মায় বর্তমান গবেষকের। পূজাবকাশ ও গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলিতে প্রায়ই বিভিন্ন নদ-নদী-খাল-বিলে জলজীবী মানুষের মধ্যে সময় কাটত তার বিপুল আগ্রহে। এই সম্প্রদায়ের কঠিন ও কঠোর জীবনচর্যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার এবং অনুভব করার সুযোগ এসেছিল গবেষকের সেইসব দিনগুলিতে। পরবর্তী সময়ে মালদহ কলেজে আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে কর্মরত অবস্থায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.পুষ্পজিৎ রায় মহাশয়ের পরামর্শে গবেষক পরিচিত হন অধ্যাপক ড.মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের সঙ্গে (বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁর তত্ত্বাবধানে বর্তমান গবেষণা কর্মটি চলতে থাকে। অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিমের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও অসীম আন্তরিকতা ভিন্ন এই গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল।

পিএইচ.ডি কোর্স ওয়ার্ক পর্বে গবেষক যাঁদের আন্তরিক সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পেয়েছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, অধ্যাপক ড. সুবোধকুমার যশ, অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা, অধ্যাপক ড. নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক ড. দীপককুমার রায়, অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল প্রমুখ।

বর্তমান গবেষণা কর্মটির সম্পাত বিন্দু মালদহ জেলার মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনে গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে মালদহের প্রতিবেশী জেলা, রাজ্য এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ পর্যন্ত। গবেষণা কর্মটি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর। গবেষণার প্রয়োজনে ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি জলজীবীদের জীবন, জীবিকা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত কিছু অপরিহার্য গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে— যে গ্রন্থগুলির আবেদন সর্বজনীন।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার পথে যাঁরা অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন- তাঁরা হলেন রণবীর সিংহ বর্মণ (কর্ণধার-অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, কলকাতা), অধ্যাপক ড. প্রহ্লাদ রায় (বিশ্বভারতী বিশ্বিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. রূপকুমার বর্মণ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), দিগেন বর্মণ (সম্পাদক- 'ভাসমান'), ড. উৎপল শর (ডেপুটি ডিরেক্টর অব ফিসারিজ, মেদিনীপুর), রাধেশ্যাম হালদার (আধিকারিক ও মৎস্য গবেষক), ৺চণ্ডী হালদার, অর্জুন হালদার (বিধায়ক, ওল্ড মালদহ)। মালদহ এবং সল্টলেক-এর মীন ভবনের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ, মালদহ জেলার 'বিচিত্রা মার্কেট' এর আড়তদার, মৎস্য ব্যবসায়ীগণ, মৎস্যজীবী সমিতির সম্মেলনে (রাজ্যস্তরে) যোগ দেওয়া মানুষেরা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় বিভিন্ন সময় মালদহ, মালদহের প্রতিবেশী জেলা, রাজ্য, বাংলাদেশ, দেশের অন্যত্র থাকা বহু মানুষের সাহায্য গবেষক পেয়েছেন।

এছাড়া গবেষক যাঁদের স্নেহ ও সাহচর্য পেয়েছেন- অধ্যাপক ড. প্রদ্যোত ঘোষ, ড. তুষারকান্তি ঘোষ, ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ, কমল বসাক, অধ্যাপক ড. বিকাশ রায় (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য কুমার ব্যানার্জী (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. আব্দুর রহিম গাজী, (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. সুজয় ঘোষ, অধ্যাপিকা ড. সুস্মিতা সোম, ড. অধীর কুমার সরকার (শিক্ষক), অমর কুমার পাল (শিক্ষক), চঞ্চলকুমার ঝা (প্রধান শিক্ষক এ.সি. ইন্‌স্টিটিশন) মালদহ। পরিবারের সকল সদস্যদের পাশাপাশি গবেষণা পত্রটি ছাপার কাজে সাহায্য করেছে মোক্তার আলি—তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অশোক দাস বৈরাগ্য এবং তাঁর সহধর্মিনী মীনা বৌদি- এঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়াও যাঁদের নাম উল্লেখ করা হল না তাঁদের সকলের সমস্ত রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা গবেষক কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাসুদেব সরকার
২০১৬

গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত বর্ণ, সংকেত ও চিহ্ন

অভি = অভিবাসিত,	প্রাঃ = প্রাকৃত,	সং = সংস্কৃত,
আঃ = আরবি,	প্রা: বাং = প্রাচীন বাংলা,	স্থা = স্থানীয়,
ইং = ইংরাজি,	ফাঃ = ফারসি,	SL= Serial
খ্রিঃ = খ্রিস্টাব্দ,	ওড়ি = ওড়িয়া,	HA = Hēkṭara
তুর = তুর্কি ,	হিঃ = হিন্দি,	MT= মেট্রিকটন
পোঃ = পোর্তুগিজ,	উঃ বঃ সং = উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্র	
পৃঃ = পৃষ্ঠা	আঃ বাঃ পঃ = আনন্দ বাজার পত্রিকা	

গবেষণা শিরোনামের সূত্রে এখানে ‘মালদা’-এর পরিবর্তে ‘মালদহ’ রাখা হয়েছে; অবশ্য ইংরেজির ক্ষেত্রে মালদা (Malda) রয়েছে।

বানানগত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ব্যবহৃত বানান-বিধি মান্য করা হয়েছে। কথ্যভাষার শব্দের ক্ষেত্রে বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী রাখা হয়েছে। তাই বহু আঞ্চলিক শব্দের বানান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ব্যবহৃত বানান-বিধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।